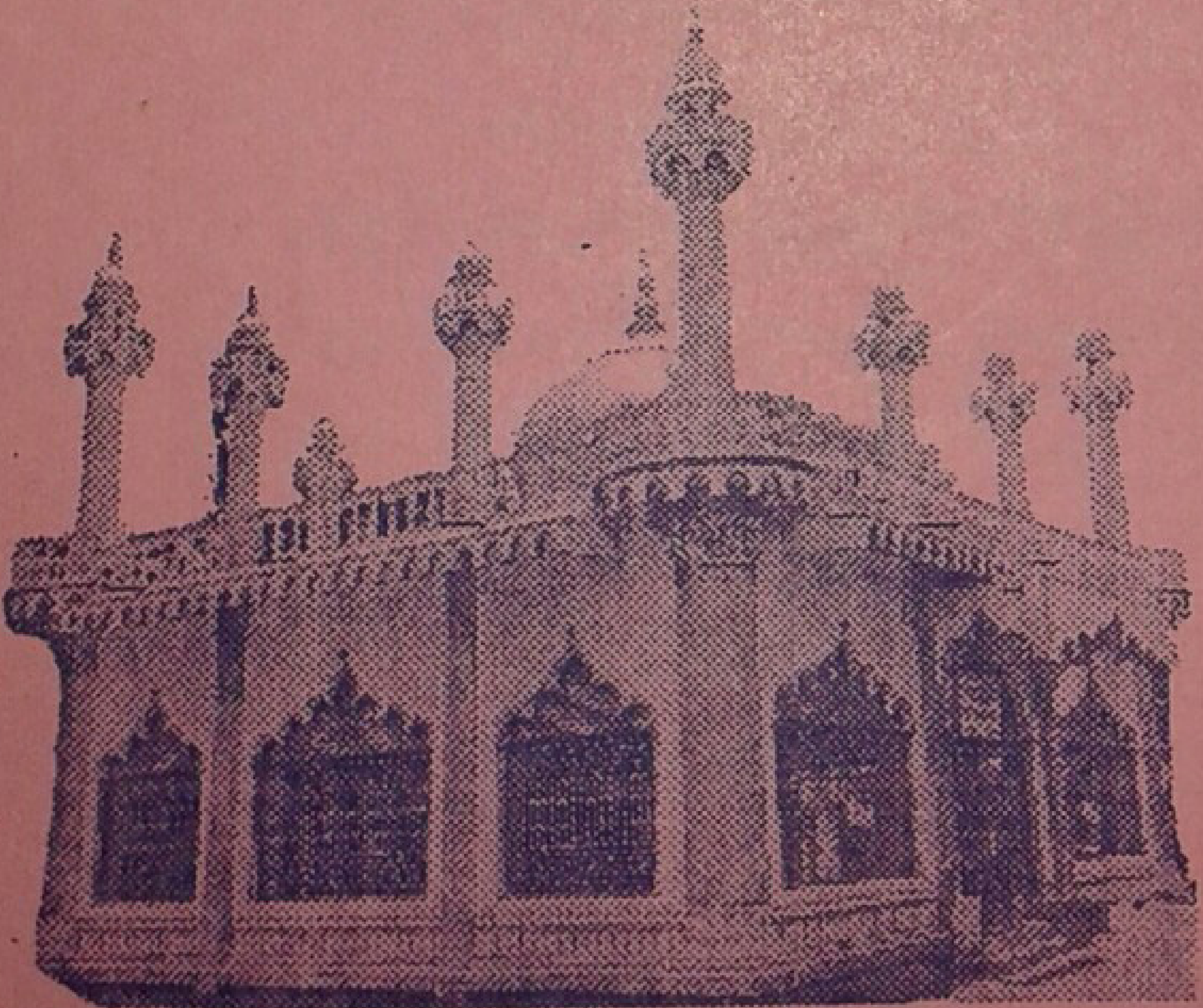
রদ্দে আজানগাছি



হজরত আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ)

রদ্দে আজানগাছি

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা,

হাদিয়ে জামান-সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী

আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর ছিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা—উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ

নিবাসী—খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ মুবাহিছ,

ফকিহ, শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চতুর্থ মূদ্রণ সন ১৪২২ সাল

মূল্য-৩০ টাকা মাত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة والسلام

على رسوله سيدنا محمد و اله وصحبه اجمعين

রদ্দে আজানগাছি

প্রঃ- আজানগাছি দলেরা দাবি করেন, কোরআন শরিফের ছুরা বাকারের ৫ রুকুতে আছে—

وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ز وَّاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ

অর্থঃ "আর তোমরা আমার আয়তগুলির দ্বারা অল্প মুল্যের বস্তু খরিদ করিও না তোমরা আমাকেই ভয় কর।"

ইহাতে বোঝা যায়, ওয়াজ করিয়া, আজান দিয়া, এমামত করিয়া, আরবি এলমের শিক্ষকতা করিয়া, জানাজা পড়িয়া, তারাবির খতম পড়িয়া কোরানখানি করিয়া বা এইরূপ কোন এবাদতের কার্য্য করিয়া টাকা কড়ি লওয়া জায়েজ নহে।

আমাদের উত্তর

তফছিরে জালালাএন, ৭ পৃষ্ঠা—

ولا تستبدلوا بایاتی الذی فی کتابکم من نعت محمد

صلی اللہ علیه وسلم ثمنا قلیلا عوضا یسیرا من الدنیا ای لا

تکتموها خوف فوات ما تاخذونه من سفلتکم

উক্ত আয়তের অর্থ- "তোমরা তোমাদের কেতাবে (তওরাতে) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর গুণাবলী সংক্রান্ত আয়ত সকল আছে। তৎসমুদয়কে দুনইয়ার সামান্য বস্তুর বিনিময়ে পরিবর্ত্তন করিও না অর্থাৎ তোমাদের দরিদ্রদিগের নিকট হইতে যে উপহার গ্রহণ করিয়া থাক, উহা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় আয়তগুলি গোপন করিও না।"

তফছিরে-কবির, ১৩৪ পৃষ্ঠা,—

قال ابن عباس رض ان رؤساء اليهود مثل كعب بن الاشرف وحيى بن اخطب و امثالهما كانوا ياخذون من فقراء اليهود الهدايا و علموا لو اتبعوا محمد الانقطعت عنهم تلك الحدايا فاصروا صروا على الكفر لئلا ينقطع عنهم ذلك القدر المحقر ☆

"এবনো আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় কা'ব বেনেল আশরাফ, হোয়াই বেনে আখতাব ও এতদুভয়ের তুল্য য়িহুদী নেতাগণ দরিদ্র য়িহুদীদিগের নিকট হইতে উপহার সকল লইতেন এবং তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে, যদি তাহারা (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর অনুসরণ করেন, তবে তাহাদিগের হইতে উক্ত উপহারগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে, এইহেতু তাহারা কোফরের উপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিলেন, যেন তাহা দিক্ হইতে এই নগণ্য বিষয়টি বন্ধ না হইয়া যায়।"

তফছির রুহোল-বায়ান, ১/৮১ পৃষ্ঠা,—

حكى ان كعب الاشرف قال لاحبار اليهود ما تقولون فى محمد قالوا انه نبى قال لهم كان لكم عندى صلة و عطية لو قلتم غير هذا قالوا اجبناك من غير تفكر فامهلنا نتفكرو ننظر

فى التوراة فخرجوا و بدلوا نعت المصطفى بنعت الدجال ثم رجعوا وقالوا ذلك فاعطى كل واحد منهم صاعا من شعير و اربعة اذرع من الكرباس فهو القليل الذى ذكره الله فى هذه الاية الكريمة ☆

"রেওয়াএত করা হইয়াছে, নিশ্চয় কা'ব বেনেল আশরাফ য়িহুদী বিদ্বানগণকে বলিয়াছিলেন, আপনারা মোহাম্মদ (ছাঃ) এর সম্বন্ধে কি বলেন? তাহারা বলিলেন, নিশ্চয় তিনি নবী। কা'ব তাহাদিগকে বলিলেন, যদি আপনারা ইহার বিপরীত কথা বলিতেন, তবে আপনাদের জন্য আমার নিকট পুরস্কার ও দান রহিয়াছে। তাহারা বলিলেন, আমরা বিনা চিন্তায় আপনার নিকট উত্তর দিয়াছি। কাজেই আমাদিগকে অবকাশ দিন, আমরা চিন্তা করিয়া ও তওরাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি। তৎপরে তাহারা (তওরাত বাহির করিয়া নবি মোস্তাফার লক্ষণকে দাজ্জালের লক্ষণের সহিত পরিবর্তন করিলেন, তৎপরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, উহা দাজ্জালের লক্ষণ (হজরত) মোহম্মদ (ছাঃ) এর লক্ষণ নহে। তখন কা'ব তাহাদের প্রত্যেককে এক ছা'যব ও চারি গজ বস্ত্র প্রদান করিলেন, ইহাই আল্লাহতায়ালা সামান্য মূল্য বলিয়া এই বোজর্গ আয়তে উল্লেখ করিয়াছেন।

এইরূপ তফছিরে মনিরের ১/১২ পৃষ্ঠায়, বয়জবির ১/১৪৯ পৃষ্ঠায়, রুহোল মায়ানির ১/২০৫ পৃষ্ঠায়, ছেরাজোল মনিরের ১/৫০ পৃষ্ঠায় ও হাশিয়ায় জোমালের ১/৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

তফছিরে রুহোল মায়ানি, ১/২০৫ পৃষ্ঠা,—

وقد استدل بعض اهل العلم بالاية على منع جواز اخذ الاجوة على تعليم كتاب الله تعالى و روى فى ذلك ايضآ احاديث لا

تصح و قد صح انهم قالوا يا رسول الله اتاخذ على التعليم اجرا فقال ان خير ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله تعالى و قد نظارت اقوال العماء على جواز ذلك و ان نقل عن بعضهم الكراهة و لا دليل فى الاية على ما ادعاه هذا الذاهب كما لا يخفى ☆

কতক বিদ্বান এই আয়ত দ্বারা এল্‌ম ও কোরাণ শিক্ষা দিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করা নাজায়েজ হওয়ার দলিল গ্রহণ করিয়াছেন। এবং এ সম্বন্ধে কতকগুলি হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন যাহা ছহিহ নহে। সত্যই ছহিহ প্রমাণিত হইয়াছে। নিশ্চয় ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ আমরা এলম শিক্ষা দিয়া কি পারিশ্রমিক গ্রহণ করিব? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তোমরা যে বিষয়ের উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া থাক, তন্মধ্যে আল্লাহর কেতাবই উৎকৃষ্টতম। ইহা জায়েজ হওয়ার প্রতি বিদ্বানগণের কথা বেশী পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে। যদিও কতক বিদ্বান হইতে মকরুহ হইয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই মতধারিরা যাহা দাবি করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এই আয়ত দলীল হইতে পারে না, ইহা অব্যক্ত নহে।

তফছিরে রুহোল বায়ান, ১/৮১ পৃষ্ঠা,—

قد اختلف العلماء فى اخذ الاجرة على تعليم القران و العلم لهذه الاية و الفتوى فى هذا الزمان على جواز الاستئجار لتعليم القران و الفقه و خير لئلا يضيع قال صلعم ان احق ما اخذتم عليه اجر كتاب الله و لا ية فى حق من تعين عليه التليم

فابى حتى ياخذ عليه اجرا فاما اذا لم يتعين فيجوز له اخذ
الاجرة بدليل السنة فى ذلك و قد يتعين عليه الا انه ليس
عنده ما يتفقه على نفسه ولا على عياله فلا يجط عليه التعليم
وله ان يقيل على صنعته و حرفته و يجب على الامام ان يعين له
شيا و الافعلے المسلمين لان الصديقؓ لما و لى الخلافة و عين
لها لم يكن عنده ما يقسم به اهله فاخذ ثيابا و خرج الى السوق
فقيل له فى ذلك فقال و من اين انفق على عيالى فردوه
وفرضوا له كفايته و كذا يجوز للامام و المؤذن وماثالهما اخذ
الاجرة و قالوا فى زماننا تغير الجواب فى بعض مسائل لتغير
الزمان و خوف اندراس العلم و الدين منها اخذ الاجرة لتعليم
القران و الاذان و الامامة فافتى بالجواز فيها خشية الوقوع
فيما هو اشد منها و اضر كذافى نصاب الاحتساب ☆

এই আয়তের জন্য কোরআন ও এলম শিক্ষা দিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন। এই জামানায় কোরআন ফেকহ্ ইত্যাদি শিক্ষা দিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েজ হওয়ার প্রতি ফৎওয়া হইবে, যেন উহা নষ্ট না হইয়া যায়। নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় তোমরা যে বিষয়ের উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া থাক, তন্মধ্যে আল্লাহতায়ালার কেতাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট? এই আয়তটি উক্ত ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হইতে

পারে-যিনি ব্যতীত শিক্ষা দেওয়ার অন্য কোন লোক না থাকে, কিন্তু তিনি পারিশ্রমিক গ্রহণ ব্যতীত শিক্ষা দিতে অস্বীকার করেন। আর যদি তাহা ব্যতীত অন্য শিক্ষাদাতা থাকে, তবে এই সংক্রান্ত হাদিছের দলীল সূত্রে তাহার পক্ষে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ হইবে। যখন সেই এক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য শিক্ষাদাতার অভাব হয়, কিন্তু তাহার নিকট নিজের ও নিজের পরিজনের জীবিকা নির্ব্বাহের সম্বল না থাকে, এক্ষেত্রে তাহার পক্ষে শিক্ষা দেওয়া ওয়াজেব হইবে না, তাহার পক্ষে নিজের কার্য্য ও পেশা অবলম্বন করা জায়েজ হইবে। খলিফার উপর তাহার জন্য কিছু জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় নির্দ্ধারিত করা ওয়াজেব হইবে, খলিফা না থাকিলে, মুছলমানদিগের উপর (ইহা স্থির করা) ওয়াজেব হইবে। কেননা যখন (হজরত আবুবকর) ছিদ্দিক (রা) খেলাফতের জন্য বরিত ও নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তখন তাহার নিকট নিজ পরিজনের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় ছিল না, এই হেতু তিনি কাপড় লইয়া বাজারের দিকে রওয়ানা হইলেন, লোকে তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি কোথা হইতে নিজ পরিজনের জীবিকা নির্ব্বাহ করিব? তখন ছাহাবারা তাঁহাকে ফিরিয়া আনিয়া তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। এইরূপ এমাম। মোয়াজ্জেন ও এতদুভয়ের তুল্য লোকদের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ হইবে। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, আমাদের জামানায় জামানার পরিবর্ত্তন হেতু ও এলম দ্বীন বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় কতকগুলি মছলাতে জওয়াব পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছেন, কোরআন শিক্ষা দিয়া, আজান দিয়া ও এমামত করিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করা তন্মধ্যে একটি এই বিষয়গুলি জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে, যেহেতু তদপেক্ষা সমধিক কঠিন ও অনিষ্টকর বিষয়ে পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। ইহা নেছাবোল এহতেছাব কেতাবে আছে।

প্রঃ আজানগাছি দলেরা বলেন, ছুরা শোয়ারাতে হজরত নুহ, হুদ, ছালেহ, লুত, ও শোয়াএব আলায়হেমাছছালামের এইরূপ উক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"এবং আমি ইহার উপর (খোদার হুকুম পৌঁছইবার উপর) তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহিতেছি না। আমার পারিশ্রমিক জগদ্বাসিদিগের প্রতিপালক ব্যতীত কাহারও নিকট নহে।"

ছুরা ইয়াছিনের হজরত ইছা (আঃ) এর হাওয়ারিদিগের সম্বন্ধে কথিত হবিব নাজ্জারের উক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى ز قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

"এবং (এন্তাকিয়া) শহরের প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি (হবিবে নাজ্জার) দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, হে আমার স্বজাতিরা, তোমরা ইছা (আঃ) এর প্রেরিত ব্যক্তিগণের আদেশ মান্য কর যাহারা তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহেন না এবং সুপথ প্রাপ্ত, তোমরা তাঁহাদের পথানুসরণ কর।"

ছুরা ছা'দের ৫ রুকুতে আছে।

قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ

তুমি বল, আমি ইহার উপর তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছি না।"

ছুরা ছাবা, ৬রুকু—

قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ط اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ

"তুমি বল আমি তোমাদের নিকট যে পারিশ্রমিক চাহিয়াছি, তাহা তোমাদের উপকারের জন্য, আমার পারিশ্রমিক আল্লাহ ব্যতীত কাহারও নিকট নহে।

ছুরা শুয়ারা ৩ রুকু,—

قُلْ لَّاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ط

"তুমি বল, আমি তোমাদের নিকট ইহার উপর পারিশ্রমিক চাহিতেছি না, কিন্তু আত্মীয়গণ সম্বন্ধে বন্ধুত্ব (চাহিতেছি)।

ছুরা কালামে ২ রুকু আছে,—

اَمْ تَسْئَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ

"তুমি কি তাহাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছ যে, তাহারা দণ্ড হইতে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িবে।

এই সমস্ত আয়তে বুঝা যায় যে, উপরোক্ত কার্য্যগুলি করিয়া টাকা পয়সা গ্রহণ করা জায়েজ নহে।

আমাদের উত্তর—

ইহাতে নবিগণের ব্যবস্থা প্রকাশ করা হইয়াছে উম্মতের পক্ষে কতক কার্য্য মোবাহ, কিন্তু নবিগণের পক্ষে উহা অনুচিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহাজ্জোদ নামাজ পড়া উম্মতের পক্ষে ছুন্নত কিম্বা মোস্তাহাব কিন্তু হজরত নবি (ছাঃ) এর পক্ষে উহা ফরজ ছিল ছুরা বনি ইছরাইলের ৯ রুকুতে এই ফরজের হুকুম আছে।

হজরত (ছাঃ) এর পক্ষে একাধারে কয়েক দিবস রাত্র দিবা না খাইয়া রোজা রাখা জায়েজ ছিল, কিন্তু উম্মতের পক্ষে ইহা জায়েজ ছিল না।

উম্মতের পক্ষে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা নাজায়েজ হওয়া উক্ত আয়তগুলি হইতে বুঝা যায় না। দ্বিতীয় যদি উহা সমস্ত উম্মতের ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে ইছলাম প্রচারকের পক্ষে ছওয়াল করিয়া লওয়া নাজায়েজ হইতে পারে। মুছলমানগণ তাঁহাকে তোহফা ছদকা স্বরূপ যাহা প্রদান করেন, তাহা নাজায়েজ হওয়া এই আয়তে বুঝা যায় না।

ছুরা ফোরকানের ৫রুকুতে আছে,—

قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلاً ☆

"তুমি বল, আমি ইহার উপর তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছি না, কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে, নিজের প্রতি পালকের নিকট নিজের পাথেয় সংগ্রহ করে।"

তফছিরে রুহোল বায়ানের ২/৮২ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত আয়তের তফছিরে লিখিত আছে।

الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا و الظاهر ان الا ستثناء منقطع و المعنى لا اطلب من اموالكم جعلا لنفسى و لكن من شاء ايفاقه لوجه الله فليفعل فانى لا امنعه عنه فى الفتوحات المكية مذهبنا ان للواعظ اخذ الاجرة على وء الناس و هو من احل ما ياكل و ان كان ترك ذلك افضل و افتى المتاخرون بصحة الاجرة للاذان و اقامة و التذكير و التدريس و الحج و الغزوو تعليم القران و الفقه و قرأتهما لفتو و الرغبات اليوم ☆

ইহার 'এস্তেছনা' মোনকাতা হওয়া প্রকাশ্য মত, ইহার অর্থ এই, আমি নিজের জন্য তোমাদের অর্থ হইতে পারিশ্রমিক চাহিতেছি না, কিন্তু যে ব্যক্তি খোদার সন্তোষ লাভের জন্য উক্ত টাকা দান করিতে চাহিতেছে, যে উহা করিতে পারে, নিশ্চয় তাহাকে এই দান কার্য্য করিতে নিষেধ করিব না।

ফতুহাতে মক্কিয়াতে আছে, আমাদের মজহাব এই যে, উপদেষ্টা ব্যক্তির পক্ষে লোকদিগকে উপদেশ দিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ আছে। সে ব্যক্তি যাহা খাইয়া থাকে, তন্মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ হালাল, যদিও পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা আফজল। শেষ জামানার ফকিহ্‌গণ বর্ত্তমান জামানায় আগ্রহ শিথিল হওয়ার জন্য আজান দিয়া, একামত দিয়া, ওঁয়াজ করিয়া, এলম শিক্ষা দিয়া, হজ্জ করিয়া, যুদ্ধ করিয়া কোরান ও ফেকহ শিক্ষা দিয়া এবং উভয় পড়িয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়েছেন।"

তফছিরে রুহোল মায়ানি, ৩/১৬৫ পৃষ্ঠা,—

الا ستثناء عند الجمهور منقطع اى لكن ما شاء ان يتخذ

الى ربه سبحانه سبيلا اى بالاتفاق القائم مقام الاجر كا لصدقه

و النفقة فى سبيل الله تعالى ☆

অধিক সংখ্যক বিদ্বানের মতে 'এস্তেছনা' মোনকাতা, অর্থ এই হইবে-কিন্তু যে কেহ ছদকা, খোদার পথে দান, এইরূপ অন্য প্রকার খয়রাত করিতে চাহে (তাহা জায়েজ হইবে)।

ছুরা বাকারা, ৩৭ রুকু,—

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا

يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ز يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ

اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ
النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ"

(দান কর) উক্ত দরিদ্রদিগকে যাহারা খোদার পথে অবরুদ্ধ হইয়া আছেন তাঁহারা জমিতে ভ্রমণ করিতে সক্ষম নহেন, অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ভীক্ষা না করার জন্য ধনবান বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে, তুমি তাহাদের চেহারা দ্বারা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিবে। তাহারা লোকদিগের নিকট ধরপাকড় করিয়া যাচ্ঞা করে না। আর তোমরা যে অর্থ ব্যয় কর, খোদা তৎসম্বন্ধে অবিজ্ঞ।"

খোলছাতোত্তাফাছির, ১/২১৩ পৃষ্ঠা,—

তোমরা যে অর্থ ব্যয় কর, উহা উক্ত দরিদ্রদিগের জন্য যাহারা এলম শিক্ষা, জেহাদ কিম্বা অন্য কোন দ্বীনি কার্য্যের জন্য নিরুপায় ও ব্যবসায় ও বাণিজ্য করিতে অক্ষম, তাঁহারা দেশ ভ্রমণ করিতে পারে না, কার্য্য করিতে জানে না। এবনো আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রায় চারিশত ছাহাবা ছিলেন যাহারা ঘর বাড়ী জমিজমা ত্যাগ করিয়া রাত্র দিবা মসজেদে নাবাবীতে উপস্থিত থাকিয়া এবাদত কার্য্য ও শিক্ষা দিতে সংলিপ্ত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে আছহাবে ছোফ্‌ফা বলিতেন। হজরত নবি (ছাঃ) তাঁহাদিগকে জেহাদে প্রেরণ করিতেন, আল্লাহতায়ালা ধনী ছাহাবাগণকে উৎসাহ প্রদান করিলেন যে, তাঁহারা যেন উক্ত লোকদিগকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন।

প্রকাশ থাকে, খয়রাত দুই উদ্দেশ্যে শরিয়তের ব্যবস্থা হইয়াছে, প্রথম বিপন্নদিগকে বাসনা পূর্ণ করা যথা- অন্ধ, লুলা চলৎশক্তি রহিত, বৃদ্ধ বালক, পীড়িত, বিদেশী মুছলমান হউক, আর কাফের হউক, বদকার হউক, সকলের বাসনা পূর্ণ করাতে ছওয়াব আছে এবং আল্লাহ ইহাতে রাজি হন। দ্বিতীয় খোদার বন্দিগী ও ইছলাম প্রচার, যথা জেহাদকারী, এলম শিক্ষার্থী। আবেদ, হাজি, হোজরানিশিন হাফেজে কোরান, দেশের

শান্তি রক্ষক, ওয়াএজ, কিম্বা মছজেদ নির্ম্মান মাদ্রাছা জারি করা অথবা সাধারণের হিতজনক কার্য্য এই উভয় প্রকাশ্য কার্য্যে পাকি, খাঁটি নিয়ত ও বিপদের লঘু গুরুত্বের হিসাবে ছওয়াব কম বেশী হইয়া থাকে।

বায়ানোল কোরান, ১/১৫৪ পৃষ্ঠা,—

"জানা চাই যে, আমাদের দেশে এই আয়তের সব চেয়ে বেশী লক্ষ্য স্থল উক্ত হজরতগণ হইবেন যাহারা দ্বীনি এলম প্রচার করিতে সংলিপ্ত থাকেন, এই হিসাবে সব চেয়ে বেশী যোগ্য পাত্র তালেবোল এলমগণ হইবেন, কতক অপরিণামদর্শী দোষারোপ করিয়া থাকে যে, ইহারা জীবিকা সঞ্চয় করিতে পারে না, ইহার জওয়াব কোরআন শরিফে দেওয়া হইয়াছে।

এইরূপ তফছিরে রুহোল বায়ান, ১/২৯৪ পৃষ্ঠায় তফছিরে বয়জবি, ১/২৬৭ পৃষ্ঠায় তফছিরে জোমাল, ১/২২৬ পৃষ্ঠায় ছেরাজোল মনির, ১/১৮০ পৃষ্ঠায় ও তফছিরে মনিরের ১/৮০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

খোদাতায়ালা উপরোক্ত আয়তে ওয়ায়েজ দরবেশ, তালেবোল এলম, মোয়াজ্জেন, এমাম, হাজি, মোজাহেদ, হোজরা-নিশিন শিক্ষক, হাফেজদিগকে দান করিতে আদেশ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে মোনাফেকগণ কি বলিয়া থাকে, তাহা ছুরা মোনাফেকুনের নিম্নোক্ত আয়তে বর্ণিত হইয়াছে।

১ম রুকু—

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى
يَنْفَضُّوْا وَ لِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰاتِ وَ الْاَرْضِ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا
يَفْقَهُوْنَ ☆

"উক্ত (মোনাফেকগণ) বলিয়া থাকে, যাহারা রছুলুল্লাহর নিকট আছে, তোমরা তাহাদিগকে দান করিও না। এমন কি তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। আল্লাহর জন্য আছমান সকল ও জমিনের ধন ভাণ্ডার সমূহ রহিয়াছে, কিন্তু মোনাফেকগণ (ইহা) বুঝিতে পারে না।"

এতক্ষণে যাহারা ওয়াএজ, এমাম, মোয়াজ্জেন, শিক্ষক, হাফেজ কারিদিগকে টাকা কড়ি দান করিতে নিষেধ করে তাহারা খোদার আদেশ মান্যকারি দলভুক্ত হইবে, কিম্বা মোনাফেকদিগের দলভুক্ত হইবে, ইহাই পাঠকগণের বিচারধীন।

হজরত নবি (ছাঃ) ও ছাহাবাগণ ইছলাম প্রচার করিতে মদিনা শরিফে নিঃসম্বমল অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, মদিনাবাসি আনাছারিগণ তাঁহাদের খোরপোশ ও বাসস্থানের ভার লইয়াছিলেন, ইহা ছুরা হাশরের নিম্নোক্ত আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে।

للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم
يبتغون فضلا من الله و رضوانا و ينصرون الله و رسوله اولئک
هم الصدقون - و الذين تبووا الدار والايمان من قبلهم يحبون
من هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما اوتوا - و
يوثرون على انفسهم و لو كان بهم خصاصة ☆

হেজরতকারী দরিদ্রগণের জন্য যাহারা নিজেদের গৃহ ও অর্থ সম্পদ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন, আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ ও সন্তোষ অন্বেষণ করেন, এবং আল্লাহও তাঁহার রাছুলের সহায়তা করেন, তাঁহারাই সত্যবাদী। আর যাহারা তাঁহাদের আর কাফের হউক, বদকার হউক, নিকট হেজরত করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ভালবাসেন এবং এই হেজরতকারিগণ যে অর্থ সম্পদ প্রদত্ত হইয়াছেন তৎসম্বন্ধে তাঁহারা নিজেদের অন্তরে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন না এবং যদিও তাঁহাদের মধ্যে ক্ষুধার আধিক্য থাকে, তবু নিজেরা ক্ষুধার্থ থাকিয়া তাঁহাদিগকে খাদ্য দান করা সমধিক পছন্দ করেন।"

তফছিরে কবির, ৮/১২৬ পৃষ্ঠা,—

يؤثرون باموالهم و منازلهم على انفسهم ☆

"আনছারগণ নিজেদের উৎপন্ন খাদ্যের শ্রেষ্ঠাংশ মোহাজেরগণকে প্রদান করিতেন এবং নিজের বাস গৃহের শ্রেষ্ঠ ভাগ তাঁহাদের জন্য ত্যাগ করিতেন।"

তফছিরে-রুহোল মায়ানি, ৮/৩৭ পৃষ্ঠা,—

يقدمون المهاجرين فى كل سئ من الطيبات حتى ان من

كان عنده امراتان كان ينزل عن احدا هما ويزوجها وحدا منهم ☆

"মদিনাবাসিগণ প্রত্যেক পাক বস্তু প্রথমে মোহাজেরদিগকে দান করিতেন, এমন কি যাহার দুই স্ত্রী ছিল। তিনি তাঁহার এক স্ত্রীকে তালাক দিয়া তাঁহাদের এক জনের সহিত নেকাহ দিয়া দিতেন।"

তফছিরে রউফি, ৪৪৯ পৃষ্ঠা,—

"আয়তের অর্থ এই যে, আনছারগণ নিজেদের দেশে ইমান আনিলেন এবং হজরতের হেজরত করিয়া আসার দুই বৎসর পূর্বে মছজেদ প্রস্তুত করিলেন যাহারা নিজেদের দেশে ঘর বাড়ী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতেন, বাসস্থান দিয়াদিতেন এবং আর্থিক সাহায্য করিতেন।"

ইহাতে স্পষ্ঠ প্রমাণিত হয় যে হেজরত অন্তে মদিনাবাসীগণ ইসলাম প্রচারকদলকে আর্থিক সাহায্য করিতেন, এক্ষণে যদি আজানগাছিদল বলেন, ইছলাম প্রচারকদিগের পক্ষে টাকাকড়ি লওয়া হারাম, তবে তাহারা হজরত নবি (ছাঃ) ও ছাহাবাগণকে হারামখোর বলিয়া অভিহিত করিবেন কি? যত দিবস জেহাদ না হইয়াছিল, ততদিবস তাঁহাদের এইরূপ অবস্থা ছিল, পরে জেহাদ অন্তে খোদাতায়ালা লুণ্ঠিত

অর্থ দ্বারা তাঁহাদের ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন, ইহা কোরানের ছুরা আনফালের ৫ রুকুতে আছে,—

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ

"আর তোমরা জানিয়া রাখ, নিশ্চয় তোমরা যাহা কিছু লুণ্ঠন করিয়া আন তাহার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ রাছুল আত্মীয়গণ, এতিমগণ দরিদ্রগণ ও বিদেশীদিগের জন্য।

এই আয়তে বুঝা যায়, যুদ্ধে যাহা কিছু সঞ্চিত হয় উহার এক পঞ্চমাংশ হজরত নবি (ছাঃ) ও উপরোক্ত হকদারগণের প্রাপ্য এবং অবশিষ্ট চারি অংশ বীর যোদ্ধাগণের প্রাপ্য। দ্বীনি কার্য্য করিয়া টাকা কড়ি লওয়া হারাম হইলে কি-জন্য হজরত ও ছাহাবাগণ লুণ্ঠিত দ্রব্য অংশ করিয়া লইয়াছিলেন?

ছুরা হাশরের ১ম রুকুতে আছে,—

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۗ

"আল্লাহ নিজের রাছুলের উপর গ্রাম বাসিদিগের নিকট হইতে যে ফয়'দান করিয়াছেন উহা আল্লাহ, রাছুল, আত্মীয়গণ এতিমগণ, দরিদ্রগণ ও মোছাফেরগণের জন্য, যেন উহা তোমাদের ধনিগণের মধ্যে সম্পদ না হইয়া পড়ে।"

বায়ানোল- কোরআন, ১১/১১৪ পৃষ্ঠা,—

جو مال اهل حرب سے بلا قتال حاصل هووه فئ هے
كذا فی الهداية اموال بنی اضیر اسی فبیل سے تهے اور فدک
اور نصف خیبر بهی بقیه نصف خیبر فئ نه تها بلکه عنوة فتح
هوا جناب رسول الله صلعم اسکے مالک تهے اور اس میں جو
مصارف اپکو بتلائے گئے وجوبا یا ندیبا وه ایسا هے جیسا
اهل اموال پر زکوة و صدقه هے البته یه اموال مملوکه اپ کے
بعد محل میراث نه تهے بلکه وقف تهے وه یه خصوصیت تهی
رسول الله صلعم کی ☆

যে অর্থ সম্পদ দারোল হরবের কাফেরদিগের নিকট বিনা যুদ্ধে সঞ্চিত হয়, উহা 'ফয়' নামে অভিহিত হয়, ইহা হেদায়া কেতাবে আছে। বনি নোজাএরের অর্থ সম্পত্তি এই পর্য্যায় ভুক্ত ছিল। ফেদক ও খয়বরের অর্দ্ধেকাংশ এইরূপ সম্পত্তি ছিল। খয়বরের অপর অর্দ্ধেকাংশ 'ফয়' ছিলনা বরং যুদ্ধে অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। জনাব রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বিনা যুদ্ধে সঞ্চিত সম্পত্তির মালিক ছিলেন, উহার অংশ যাহাদিগকে প্রদান করা ওয়াজেব কিম্বা মোস্তাহাব বলিয়া তাঁহাকে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, উহা এইরূপ যেরূপ ধনবানদিগের উপর জাকাত ও ছদকার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য এই অধিকৃত সম্পত্তিগুলি হজরতের পরে মিরাছি সত্ত্বের ন্যায় বণ্টনের যোগ্য ছিল না, বরং ওয়াকফ ছিল। ইহা নবি (ছাঃ) এর জন্য বিশিষ্ট ব্যবস্থা ছিল।

چنانچہ اپ نی اموال بنی نضیر کا اکثر حصہ مہاجین
کو اور انصار مین سے بیض کو تقسیم فرمایا بقیہ حسے سے
اپنے اھل و عیال کو سال بھر کا خرچ دکیر جو بچتا وہ سامان
جہاد سلاح و کراع مین صرف فرما دیا تھا اور خیبر کی
امدنی سے فقراء مہاجرین کی اور فدک سے مسافرون کی
امداد فرماتے اور بعد اپکی حیات کے اس کے مصارف صرف
مصالح عامہ مین مثل سد ثغور وبناء قناطیر وجسور اور فضاۃ
وعمال و علماء مسلمین و ارزاق مقاتلن و ذراری مقتلین کذا
فی الھدایہ ☆

যথা তিনি বনি নোজাএরের সম্পত্তির অধিকাংশ মোহাজেরদিগের ও কয়েকজন আনছারির মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। অবশিষ্টাংশ দ্বারা নিজের পরিজনের পূর্ণ বৎসরের খরচ দিয়া যাহা বাকি থাকিত, উহা অস্ত্রশস্ত্র, চতুষ্পদ জন্তু- জেহাদের সাজ সরঞ্জামে ব্যয় করিতেন। খয়বরের সম্পত্তির আয় দ্বারা দরিদ্র মোহাজেরদিগের এবং ফেদকের সম্পত্তির আয় হইতে বিদেশীদিগের সাহায্য করিতেন। তাঁহার এন্তেকালের পরে এই সম্পত্তির আয় সাধারণ লোকদিগের হিতজনক কার্য্যে ব্যয় করা হইত, যথা সীমান্ত প্রদেশের দৃঢ়তা পুল ও সেতু নির্ম্মান কাজি, কর্ম্মচারি ও মুছলমান আলেমগণকে প্রদান যোদ্ধাদিগের খোরপোষ, ইহা হেদায়াতে আছে।"

তফছিরে-রুহোল বায়ান, ৯/৩৩ পৃষ্ঠা,—

مهم الرسول كان له فى حياته بالاجماع وهو خمس الخمس و كان ينفق منه على نفسه و عياله و يد خرمنه مؤنة سنة اى لبعض زوجاته و يصرف الباقى فى مصالح الملمين و الاكثرون من الشافعية ان ما كان له صلعم من خمس الخمس يصرف لمصالح المسلمين كالثغور و قضاة الملاد و العلماء المشتغلين بعلوم الشوع و الاتها و لو مبتدئين و الائمة و الموذنين ☆

"রাছুল (ছাঃ) এর অংশ তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার অধিকৃত ছিল, ইহাতে কোন বিদ্বানের মতভেদ নাই, উহা ২৫ অংশের একাংশ তিনি তদ্দারা নিজের পরিজনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন এবং উহার কতকাংশ নিজের কতক বিবির বাৎসরিক খরচের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন, অবশিষ্টাংশ মুছলমানগণের হিতজনক কার্য্যে ব্যয় করিতেন। অধিকাংশ শাফিয়ি বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) এর যে এক পঁচিশাংশ ছিল, তাহা মুছলমানদিগের হিতজনক কার্য্যে ব্যয় করা হইবে যথা- সরহদ, রক্ষণ শহর সমুহের কাজিগণের যে, বিদ্বানগণ শরিয়তের এলম সকল কিম্বা ব্যাকারণ শিক্ষা প্রদানে কিম্বা শিক্ষা করিতে সংলিপ্ত থাকে, তাহাদের এমামগণের ও মোয়াজ্জেনগণের ব্যয় বহন।"

উপরোক্ত আয়তে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, খোদা ইছলাম প্রচারক সম্প্রদায়ের বারবরদারি বয়তুল মাল ফণ্ডের দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। এই হেতু মুছলমান ছুলতানগণ ও খলিফাগণ এমাম মোয়াজ্জেন শিক্ষক,

মুফতি ও ওয়াএজ সম্প্রদায়ের ব্যয় বহন বয়তুল মাল তহবিল দ্বারা করিয়া আসিতেছিলেন, এখন ইছলাম রাজ্য বিলুপ্ত হইতেছে, কাজেই মুসলমানগণের পক্ষে তাঁহাদের ব্যয় সঙ্কুলান করা ওয়াজেব হইবে।

প্রশ্ন ঃ—আজানগাজিদল বলিয়া থাকে, হাদিছ শরিফে আছে—

و اتخذ موذنا لا ياخذ على اذانه اجرا ☆

হজরত বলিয়াছেন, তুমি এরূপ মোয়াজ্জেন স্থির কর যে, নিজের আজানে বেতন গ্রহণ না করে।"

ইহা আহমদ, আবুদাউদ ও নাছায়ির রেওয়াএত,—

আরও হাদিছে আছে,—

من قرا القران فليسال الله به فانه سيجى اقوام يقرءن القران يسالون به الناس ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআন পড়ে, সে যেন তদ্বারা আল্লাহর নিকট ছওয়াল করে, কেননা নিশ্চয় অচিরে এইরূপ সম্প্রদায় সকল আসিবে — যাহারা কোরআন পড়িবে, তদ্বারা লোকের নিকট ছওয়াল করিবে।"

ইহা আহমদ ও তেরমেজির রেওয়া-এত।

আরও হাদিছে আছে,—

من قرا القران يتكل به الناس جاء يوم القيمة و وجهه عظيم ليس عليه لهم ☆

"যে ব্যক্তি কোর-আন পড়িয়া তদ্বারা লোকের নিকট খোরাক চেষ্টা করে, সে কেয়ামতের দিবস এইরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, তাহার মুখমণ্ডল বৃহৎ হইবে, উহাতে মাংস থাকিবে না (ইহা বয়হকির রেওয়াএত)।

আরও হাদিছে আছে,—

عن يبادة بن الصامت قال قلت يا رسول الله رجل اهدى الى قوسأ ممن كنت اعلمه الكتلب والقرآن وليست بمال ارمى عليها فى سبيل الله قال ان كنت تحب ان تطوق من نار فاقبلها رواه ابو داؤد و ابن ماجة ☆

"ওবাদা বেনেছ ছামেত বলিয়াছেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলুল্লাহ একজন লোক যাহাকে আমি কেতাব ও কোরান শিক্ষা দিতাম, আমার নিকট একটি ধনুক উপঢৌকন প্রদান করিয়াছে, উহা টাকা কড়ি নহে, আমি জেহাদে তদ্বারা তীর নিক্ষেপ করিব। হজরত বলিলেন; যদি তুমি ভালবাস যে, অগ্নির একটী গলুবন্ধন, তোমার গলদেশ স্থাপন করা হইবে, তবে তুমি উহা গ্রহণ কর।"

আবুদাউদ ও এবনো মাজা ইহা রেওয়ায়েত করিয়াছেন।"

আমাদের উত্তর

ধনুক দান সংক্রান্ত হাদিছটি মোহম্মদী প্রেসে মুদ্রিত আবু দাউদের ২/১২৮/১২৯ পৃষ্ঠায় এবং এবনো মাজার ১৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, ওবাদার হাদিছে আহমদ, আবুহাতেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ রাবি আছে, এমাম বোখারি আহমদ, আবুহাতেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ তাহাকে জইফ বলিয়াছিলেন। আর উহাতে আছওয়াব বেনে ছা'লাবা নামক দ্বিতীয় একজন রাবি আছে, এবনোন কাত্তান তাহাকে অপরিচিত ব্যক্তি বলিয়াছেন আরও এই হাদিছটি মোজতাবরার, ইহাও জইফ।

ওবাই বেনে কাবের হাদিছটি মোনকাতা, ইহা এমাম বয়হকি ও এবনোল বার্র বলিয়াছেন। এবনোল কাত্তান এই হাদিছটি জইফ বলিয়াছেন। এবনো মাজার ১৫৭ পৃষ্ঠায় হাশিয়া ও নছাবোর রায়ার ২/২৩৮/২৩৯

পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কোর-আন পড়িয়া ছওয়াল করিয়া কিম্বা চুক্তি করিয়া কিছু লইলে তাহার পক্ষে উহা নিষিদ্ধ হইবে, বিনা ছওয়ালে মুছলমানগণকারি কিম্বা হাফেজগণকে কোরানের বিনিময়ে ধারণা না করিয়া তাঁহাদের ভরণ পোষণের নিয়তে যাহা কিছু প্রদান করিবে, উহা জায়েজ হইবে। ইহার প্রমাণ কোরআনের এই আয়ত—

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ

"উপাকারের বিনিময়ে উপকার ব্যতীত কিছু নহে।" একজন কারি লোকের পিতামাতার জানাজা পড়িয়া, কবর জিয়ারত করিয়া কিম্বা তাহার ছওয়াব রেছানি উদ্দেশ্যে কোরআন খানি করিয়া তাঁহাদের উপকার করিল, কাজেই লোকদের উচিত যে, তাহারা কারি ও হাফেজগণের ভরণ, পোষণের সহায়তা করিবে হাদিছে ছওয়াল করার নিষেধাজ্ঞা হইয়াছে, উহা পারিশ্রমিক ও বেতন স্বরূপ হইয়া থাকে।

মেশকাত, ৩১৬ পৃষ্ঠা,—

عن عمرو بن لعاص قال ارسل الی رسول الله صلعم ان
اجمع علیک سلاحک و ثیابک ثم ائتنی قال قاتیته هم و یتوضا
مقال یا عمرو انی ارسلت الیک لا بغثک فی وجه یسلمک الله
و یغمک و ازئب لک زعبه من المال فقلت یا رسول الله ما
کانت هجرتی للمال و ما کانت الا الله و لرسوله قال نعما بالمال
الصالح للرجل الصالح رواه فی شرح السنة و روی احمد نحوه ☆

"আমর বেনেল আ'ছ বলিয়াছেন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট এই বলিয়া একটি লোক পাঠাইলেন যে, নিজেকে অস্ত্র শস্ত্রে ও যন্ত্রে সজ্জিত

কর, তৎপরে আমার নিকট উপস্থিত হও। ইহাতে আমি তাঁহার নিকট এমতাবস্থায় উপস্থিত হইলাম যে, তিনি ওজু করিতেছিলেন। তখন তিনি বলিলেন, হে আমর আমি তোমার নিকট এই জন্য লোক পাঠাইয়াছি যে, আমি তোমাকে এক অঞ্চলে পাঠাইব, আল্লাহ তোমাকে নিরাপদে লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ ফিরাইয়া আনেন, আর আমি তোমাকে কিছু অর্থ বণ্টন করিয়া দিব। ইহাতে আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমার হেজরত অর্থের জন্য ছিল না, আমার হেজরত আল্লাহ ও রাছুলের জন্য ছিল। হজরত বলিলেন, মনুষ্যের জন্য সৎ অর্থ উৎকৃষ্ট। ইহা শরহোছ-ছুন্নাহ ও আহমদের রেওয়াএত।

জেহাদ দ্বীনিকার্য্য ও এবাদত ইহা করিয়া বিনা ছওয়ালে টাকা কড়ি লওয়া যায়, কাজেই কোরআন খানি, জানাজা পাঠ কবর জিয়ারত ইত্যাদি করিয়া বিনা ছওয়ালে লোকে যাহা কিছু দেয়, তাহা গ্রহণ করা জায়েজ হইবে।

মেশকাত, ১৬২ পৃষ্ঠা,—

ما يزال الرجل يسأل الناس جتى ينى يوم القيامة ليس فى
وجزه مزعة لحم ☆

হজরত বলিয়াছেন, সর্ব্বদা এক ব্যক্তি লোকের নিকট ছওয়াল করিতে থাকে, এমন কি সে কেয়ামতের দিবস উপস্থিত হইবে, তাহার মুখমণ্ডলে মাংশপিণ্ড থাকিবে না। ইহা বোখারি ও মোছলেমের রেওয়াএত। আরও উক্ত পৃষ্ঠা,—

عن عمربن الخطاب قال كان النبى صلعم يعطينى العطاء
فاقول اعطه افقر اليه منى فقال خذه فتموله و تصدق به فما
جاعل من هذا المال و انت غير مشرف و لا سائل فخذه و ما لا
فلا تعتبه نفسك ☆

ওমার বেনে খাত্তাব বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) আমাকে কিছু দান করিবেন, ইহাতে আমি বলিতাম, আপনি আমা অপেক্ষা সমধিক দরিদ্রকে দান করুন। তখন তিনি বলিলেন তুমি উহা লইয়া নিজে সম্পদ কর এবং উহা খয়রাত কর। এই অর্থ হইতে যাহা কিছু তোমার নিকট উপস্থিত হয় অথচ তুমি উহার লোভী ও প্রার্থী না হও উহা তুমি গ্রহণ কর "আর যাহা এইরূপ নহে, তদ্বারা নিজের জীবনের বিপন্ন করিও না।

ইহা বোখারি ও মোছলেমের রেওয়াএত।

মেশকাত, ১৬৬ পৃষ্ঠা,—

عن ابن الساعدى قال يستعملنى عمر على الصدقه لما فرخت منها و اديتها اليه امرنى بعمالة فقلت انما عملت لله و اجوى على الله قال خذ ما ائطيت فانى قد عملت على عهد رسل الله صلعم فعملنى فقلت مثل قولك فقال لى رسول الله صلعم اذا اعطيت شيأ من غير ان تساله فكل و تصدق رواه ابو داؤد ☆

এবনোছ ছায়েদী বলিয়াছে (ওমার) আমাকে জাকাত আদায় করিতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, যখন আমি এই কার্য্য সমাধা করিলাম ও উহা তাহার নিকট সমর্পণ করিলাম, তিনি আমাকে পারিশ্রমিক লইতে আদেশ করিলেন। ইহাতে আমি বলিলাম, আমি কেবল আল্লাহর জন্য করিয়াছি, আমার পারিশ্রমিক আল্লাহর নিকট তখন হজরত ওমার বলিলেন, যাহা তুমি প্রদত্ত হইয়াছ, উহা গ্রহণ কর। কেননা আমি নবি (ছাঃ) এর জামানায় কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, ইহাতে তিনি আমাকে পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াছিলেন। তখন আমি তোমার কথার ন্যায় কথা বলিয়াছিলাম।

আমাকে বলিয়া ছিলেন, যদি তুমি বিনা ছওয়ালে কিছু প্রদত্ত হও তবে ভক্ষণ কর ও ছদকা কর। আবু দাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় হজরত নবি (ছাঃ) এর জামানায় বয়তুল মাল তহবিল ছিল, উহা হইতে মোয়াজ্জেন ও কোরআনের শিক্ষাদাতাকে খোরপোষ দেওয়া হইত, ইহা ছুরা হাশরের আয়ত হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে, এই হেতু বেতন স্বরূপ কিছু লইতে নিষেধ করা হইয়াছিল।

মেশকাত, ৩২৫ পৃষ্ঠা,—

عن عائشة قالت لما استخلف ابو بكر قال لقد علم قومی ان حرفتی لم تكن تعجز عن مؤنة اهلی و شغلت بامر المسلمين فسياكل ال ابی بكر من هذا المال و يحترف للمسلمين فيه رواه البخاری ☆

"(হজরত) আএশা বলিয়াছেন, যে সময় আবুবকর খলিফা নিয়োজিত হইয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় আমার স্বজাতিরা জানেন যে, আমার পেশা আমার পরিজনের ভরণ পোষণ করিতে অক্ষম নহে, অথচ আমি মুছলমানদিগের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি। কাজেই আবুবকরের পরিজন এই অর্থ হইতে ভক্ষণ করিবে এবং আবুবকর মুছলমানদিগের জন্য তৎসম্বন্ধে সাধ্যসাধনা করিবেন। বোখারী ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে কেহ দ্বীনি কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া অন্য কোন পেশা করিতে না পরিলে, বয়তুল মাল হইতে তাহার ভরণ পোষণ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মোয়াজ্জেন, এমাম, আরবি এলমের শিক্ষাদাতা, উপদেষ্টাকারি ও হাফেজ, হোজরানিশিন দরবেশ অন্য কোন পেশা অবলম্বন করিতে সুযোগ পান না, কাজেই তাহাদিগকে বয়তুল মাল হইতে সাহায্য করা জরুরী হইবে। তৃতীয় জামানার অবস্থা পরিবর্ত্তন হেতু শরিয়তের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া

থাকে।

ছহিহ্ মোছলেমের হাদিছে আছে,—

من كتب غير القران فليمحه

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখিয়াছে, সে যেন উহা মুছিয়া ফেলে।

এই হাদিছে হাদিছ লিখন নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু জামানার অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু মোহাদ্দেছগণ হাদিছ লিখিয়াছেন। হজরত (ছাঃ) ও ছাহাবাগণের জামানায় কোরান শরিফের জের, জবর, পেশ, দেওয়া হইয়াছিল না, আজমবাসিদিগের সুবিধা হেতু পরবর্ত্তী জামানায় জের, জবর, পেশ দেওয়া হইয়াছে। হজরত ও ছাহাবাগণের জামানায় আরবি ব্যকরণ শিক্ষা জরুরী ছিল না, পরবর্ত্তী জামানায় উহা ওয়াজেব হইয়াছে।

হেদায়া, ৩০১ পৃষ্ঠা,—

و بعض مشائخنا استحسنوا الا ستيجار على تعليم القران اليوم لانه ظهر التوانى فى الامور الدينية ففى الا متناع يضيع حفظ القران و عليه الفتوى ☆

"এবং আমাদের কতক ফকিহ্ বিদ্বান বর্ত্তমান জামানায় কোরআন শিক্ষা দেওয়ার উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ স্থির করিয়াছেন, কেননা দ্বীনি কার্য্য কলাপে শিথিলতা প্রকাশিত হইয়াছে, উহা না জায়েজ হইলে, কোরআন কণ্ঠস্থ করার ক্ষতি হইবে ইহার উপর ফৎওয়া।

শামি ৫/৫২ পৃষ্ঠা,—

و يفتى اليوم بصحتها لتعليم القران قال فى الهداية الخ و قد اقتصر على استثناء تعليم القران ايضا فى متن الكنز و متن مواهب الرحمن و كثير من الكتاب و زاد فى مختصر لوقايه و

متن الاصلاح تعليم الفقه زاد فى متن المجمع الامامة و مثله فى متى الملتقى و در البحار زاد بعضهم الاذان و الاقامة و الوعظ فهو مجموع ما افتى به المتاخرون من مشائخنا و هم البلخيون على خلف فى بعضه ☆

"বর্ত্তমান জামানায় কোরআন শিক্ষা দিতে বেতন গ্রহণ জায়েজ হওয়ার প্রতি ফৎওয়া দেওয়া হইবে। ইহা হেদায়া কেতাবে আছে। কেবল কোরআন শিক্ষা দেওয়ার বেতন গ্রহণ জায়েজ হওয়ার কথা কাঞ্জ ও মাওয়াহেবোর রহমানের মতনে ও বহু কেতাবে উল্লিখিত হইয়াছে। মোখতার বেকায়া ও এছলাহ কেতাবের মতনে ফেকহ্ শিক্ষা দিতে বেতন গ্রহণ জায়েজ হওয়ার কথা যোগ করা হইয়াছে, 'মাজমা' কেতাবের মতনে এমামতের বেতন গ্রহণ জায়েজ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ মোলতাকার মতন ও দোরারোল বেহারে উল্লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ আজান একামত ও ওয়াজের বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হইলেও আমাদের শেষ জামানার বলখের ফকিহ্গণ এই সমস্ত বিষয়ে ফৎওয়া দিয়াছেন।

কাজিখান, ৩/১৯ পৃষ্ঠা,—

قال شيخ الاسلام شمس الائمة السرخسى رح ان مشائخ بلخ " جوزوا الاجارة على تعليم القران و اخذوا فى ذالك بقول اهل المدينة و انى افتى بجو الاستيجار و وجوب المسمى ☆

শায়খোল-ইছলাম শামছোল আএম্মায় ছারাখছি বলিয়াছেন,

নিশ্চয়, বলখের ফকিহগণ কোরান শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ স্থির করিয়াছেন এবং তাঁহারা এতৎ সম্বন্ধে মদিনাবাসীদিগের মত গ্রহণ করিয়াছেন। নিশ্চয় আমি বেতন গ্রহণ জায়েজ ও নির্দ্ধারিত বেতন গ্রহণ ওয়াজেব হওয়ার ফৎওয়া দিয়া থাকি।

দোররোল-মোখতার, ৩/৪৬ পৃষ্ঠা,—

يجوز للامام و المفتى و الواعظ قبول الهداية لانه انما

يهدى الى العالم لعلمه ☆

"এমাম মুফতি ও ওয়াএজের পক্ষে উপহার (তোহফা) গ্রহণ করা জায়েজ হইবে, কেননা আলেমকে তাঁহার এলেমের জন্য উপহার দেওয়া হইয়া তাকে। "আরও ৪/৯ পৃষ্ঠা,—

ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القران و الفقه و الامامة و

الذان ☆

"বর্ত্তমান জামানায় কোর-আন ও ফেকহ্ শিক্ষা দিয়া,এমামত করিয়া ও আজান দিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া হইবে।

আরও ৪/১০৭ পৃষ্ঠা,—

وكذا ينبغى ان يكون القول ببطلان الوصية لمن يقرا عند

قبره بناء على القول بكراهة القراة على القبور او بعدم جواز

الاجارة على الطاعات اما على المفتى به من جواز هما فينبغى

جواز هما مطالقا ☆

"কবর সমূহের উপর কোরআন পড়া মকরুহ, কিম্বা এবাদত কার্য্যগুলির বেতন গ্রহণ করা জায়েজ নহে, এই রেওয়াএতের প্রতি লক্ষ্য

করিয়া বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি তাহারা গোরের নিকট কোরআন পড়িবে, তাহার জন্য কিছু দান করার অছিএত করা বাতীল, কিন্তু ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে গোর সমূহের উপর কোরআন পাঠ জায়েজ ও এবাদত কার্য্যগুলির বেতন গ্রহণ করা জায়েজ, এই হিসাবে প্রত্যেক অবস্থাতে উভয় কার্য্য জায়েজ হওয়া উচিত।"

বাহরেরা রায়েক, ৫/২২৮ পৃষ্ঠা,—

فان المفتى به جواز الاخذ على القرانة فيتعين المكان و الذى ظهر لى النه مبنى على قول ابى حنيفة بكراهة القراة عند القبر فلهذا يبطل التعيين و الفتوى على قول محمد من عدم كراهة القراه عند كذا فى الخلاصة ☆

ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে কোরআন পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ কাজেই নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে হইবে। আমার পক্ষে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, উহা এই যে, আবু হানিফার মতে গোরের নিকট কোরআন পাঠ মকরুহ হইবে, এই রেওয়াএত অনুসারে উহা নাজায়েজ বলা হইয়াছে। মোহাম্মদের মতে গোরের নিকট কোরআন পড়া মকরুহ নহে, এই রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া হইবে, এইরূপ খোলাছা কেতাবে আছে।" বাহারোর -রায়েক, ৮/১৯/২০ পৃষ্ঠা,—

والفتوى اليوم على جواز الاستيجار لتليم القران و هذا مذهب المتاخرين التأ من مشائخ بلخ استحسنوا ذلك و قالوا بنى اصحابنا المتقدمون الجواب على ماشاهدوا من قلة الحفاظ و رغبة الناس فيهم ولان الحفاظ و المعلمين كان لهم

عطايا فى بيت المال و افتقادات من المتعلمين فى مجازات التعليم من غير شرط و هذا الزمان قل ذلك و اشتغل الحفاظ بمائشهم فلو لم يفتح باب التعليم بالاجر لذهب القران فافتوا بالجواز و لاحكام تختلف باختلاف الزمان و فى النهية يعنى يجوز الاستئجار على تعلم الفقه و فى الرصة و فى زماننا يجوز للامام المؤذن و المعلم اخذ الاجره و مثله فى الذخيرة ☆

"বর্ত্তমান কালে কোরান শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ জায়েজ হওয়ার প্রতি ফৎওয়া হইবে। ইহা শেষ জামানার বলখের ফকিহগণের মত, তাঁহারা উহা উৎকৃষ্ট মত বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, আমাদের প্রাচীন ফকিহগণ হাফেজগণের সংখ্যা কম ও তাহাদের সম্বন্ধে লোকদিগের আগ্রহ দেখিয়া ঐরূপ ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। আরও হাফেজ ও শিক্ষকগণের জন্য বয়তুল মাল হইতে দান খয়রাত ছিল এবং শিক্ষা প্রদানের বিনিময়ে শিক্ষার্থীদিগের পক্ষ হইতে বিনা শর্ত্তে সাহায্য সহানুভূতি ছিল। এই জামানায় ঐ সমস্ত বিষয় কম হইয়াছে, হাফেজগণ নিজেদের জীবিকা নির্ব্বাহ ব্যাপারে সংলিপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে যদি বেতন লইয়া শিক্ষা দেওয়ার দ্বার উদঘাটন করা না হয়, তবে কোরান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই হেতু তাঁহারা বেতন গ্রহণ জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন। জামানা ভিন্ন হওয়ার জন্য আহকাম ভিন্ন হইয়া থাকে।

নেহায়া কেতাবে আছে ফেকহ শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হইবে। রওজা কেতাবে আছে, আমাদের জামানার এমাম, মোয়াজ্জেন ও শিক্ষকের পক্ষে বেতন গ্রহণ জায়েজ হইবে এইরূপ জখিরা কেতাবে আছে।"

তাহতাবি ৪/৩০ পৃষ্ঠা,—

ويفتى اليوم بصحتها اى فى هذا الزمان لظهور التوانى فى الامور الدينية و هذا مذهب المتاخرين من مشعئخ بلخ استحسنوا ذلك و قالوا بنى اصحابنا المتقدمون الجوب على ما شاهدوا من قلة الحفاظ و رغبة الناس فيهم و كان لهم عطيات من بيت المال و افتقاد المتعلمين فى مجازاة الاحسان بالاحسان من غير شرطو وه ليعينو وهم على معايشهم و معادهم و كانوا يفتون بوجوب التعليم حوفا من ذهاب القرآن و تحريصا على التعليم حتى ينهضوا لاقامة الواجب تكثر فتكثر حفظ القرآن و اما اليوم صذهب ذلك كله و اشتغل حفظ بمعاشهم و قل من يعمل حسبه ولا يتفرغون له ايضا فان حاجتهم تمنعهم من ذلك فلو لم يفتح لهم باب التعليم بالاجر لذهب القرآن فافتوا بجوازه لذلك و راه حسنا و قالوا الاحكام تختلف باختلاف الزمان ☆

“বর্ত্তমান কালে দ্বীনিকার্য্য সমূহে শিথিলতা প্রকাশিত হওয়ার জন্য উহার বেতন গ্রহণ জায়েজ হওয়ার প্রতি ফৎওয়া দেওয়া যাইবে। ইহা শেষ জামানার বলখের ফকিহগণের মত তাঁহারা উহা উত্তম জানিয়াছেন। এবং

বলিয়াছেন আমাদের প্রাচীন ফকিহগণ হাফেজগণের সংখ্যা কম, তাঁহাদের সম্বন্ধে লোকদের ভক্তি দেখিয়া ঐরূপ ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জন্য বয়তুল মাল তহবিল হইতে দান খয়রাতের ব্যবস্থা ছিল এবং বিনাশর্ত্তে মনুষ্যত্বের হিসাবে উপকারের প্রত্যুপকারে শিক্ষার্থীগণের পক্ষ হইতে সাহায্য সহানুভূতি ছিল, যেন তাহারা তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ ও মৃত্যুকালে সহায়তা করিতে থাকেন। ফকিহগণ কোরআন বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় ও শিক্ষা প্রদানের উপর উৎসাহ প্রদান ধারণায় শিক্ষা দেওয়া ওয়াজেব হওয়ার ফৎওয়া দিতেন, যেন তাহারা ওয়াজিবি কার্য্য সম্পাদন হেতু বদ্ধপরিকর হন, ইহাতে কোরআনের হাফেজগণের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে তৎসমস্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, হাফেজগণ নিজেদের জীবিকা সঞ্চয়ে সংলিপ্ত হইয়াছেন, ছওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে কার্য্য করে, এরূপ অতি অল্প লোক আছে এবং তাহারা এই ছওয়াবের কার্য্য করিতে সুযোগ করিয়া উঠিতে পারে না। কেননা তাঁহাদের জরুরি পেশা উক্ত কার্য্যে বাধা প্রদান করে। এক্ষণে যদি বেতন লইয়া শিক্ষা প্রদানের দ্বার উদঘাটন করা না হয়, তবে কোরআন শিক্ষা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, কাজেই তাহারা উক্ত কারণে উহা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিলেন ও উহা উত্তম মনে করিলেন এবং তাহারা বলিয়াছেন, আহকাম জামানার পরিবর্ত্তন হেতু পরিবর্ত্তিত হয়।"

উক্ত পৃষ্ঠা,—

و الذى فى النقاية و شرحها للقهستانى و لا يصح للعبادات كالاذانو الاقامة و التذكير و التدرس و الحج ر الغزو تعليم القرآن و الفقه و قرآتهما لقوق الرغبات و الاستغناء بالعطيات من بيت المال و يفتى اليوم بصحتها لهذه العبادات لفتور الرغبات و لعدم الحظ من بيت المال لقتور الرغبات و

لعدم الحظ من بيت المال انتهى و فى التبين عن النهاية عن الروضة الزندويسى كان شيخنا ابو محمد الخزاخزى يقول فى زماننا يجوز للامام و المؤذن و المعلم اخذ الاجر ☆

নেকায়া ও উহার টীকা কাহাস্তানিতে আছে, এবাদত কার্য্যগুলির জন্য বেতন গ্রহণ জায়েজ হইবে না, যথা—আজান, একামত, ওয়াজ করা, শিক্ষা দেওয়া, হজ্জ, জেহাদ, কোরান ও ফেকহ শিক্ষা দেওয়া কোরাণ ও ফেকহ পড়া। কেননা তাহাদের আগ্রহ বলবৎ ছিল এবং বয়তুলমাল তহবিল হইতে দান খয়রাত পাওয়ার জন্য তাঁহারা বেতনের মুখাপেক্ষী হইতেন।" বর্ত্তমান কালে আগ্রহ দূর্ব্বল হওয়ার এবং বয়তুল মালের অংশ রহিত হওয়ার এই এবাদতগুলির জন্য বেতন গ্রহণ জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া যাইবে। তবইন কেতাবে নেহায়া হইতে রওজায় জান্দুছির বরাতে লিখিত আছে, আমাদের শিক্ষক আবু মোহাম্মদ খাজাখেজি বলিতেন, আমাদের জামানায় এমাম মোয়াজ্জেন ও শিক্ষকের জন্য বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হইবে।"

এই মছলার বিস্তারিত দলীল তফছিরে একলিলের ৫/১৯২২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

মূল মন্তব্য এই যে, যদি আজানগাছি দলের মত সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে দুনইয়ার মাদ্রাছা ও মক্তবগুলি অবৈতনিক শিক্ষকগণের অভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, মছজেদগুলি এমাম ও মোয়াজ্জেনের অভাবে উৎসন্ন হইবে, জানাজা পাঠ রহিত হইয়া যাইবে। তারাবিহ খতম, আত্মীয়গণের ছওয়াব রেছানির জন্য কোরাণ পাঠ ও গোর জিয়ারত, বালা দূরীভূত হওয়া উদ্দেশ্যে। মিলাদ পাঠ রহিত হইয়া যাইবে। উপদেশ আলেমগণের ওয়াজ অভাবে মুছলমানগণের দেশ বেদয়াত ও শেরকে পূর্ণ হইয়া যাইবে, নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাতের নামগন্ধ থাকিবে না, গোনাহ রাশিতে দেশ কলুষিত হইবে। তরিকতের পীরগণের বাতেনি

এলম শিক্ষা রহিত হইয়া যাইবে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আজানগাছিদল নিজেদের ফৎওয়ায় ইছলাম ও ঈমানকে চিরতরে দুনইয়া হইতে লোপ করার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

তাহাদের ফৎওয়াতে হজরত নবি (ছাঃ) এর একটি হাদিছ বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত হইতে পরিলক্ষিত হয়।

হজরত বলিয়াছেন,—

اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا و اضلوا متفق عليه ☆

"লোকেরা অনভিজ্ঞ লোকদিগকে নেতা স্থির করিবে, তৎপরে তাহারা জিজ্ঞাসিত হইবে পরে তাহারা বিনা এলমে ফৎওয়া প্রদান করিবে, ইহাতে তাহারা নিজেরা ভ্রান্ত হইবে এবং (লোকদিগকে) ভ্রান্ত করিবে।"

দ্বিতীয় আজানগাছি দলের প্রচারকদল দূরদেশ প্রচারকার্য চালাইতে ট্রেন, মটর ইত্যাদি যানে গমন করিয়া থাকেন, নিজেদের পরিজনের খোরপোষ প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা কোন ফাণ্ডের টাকা হইতে সরবরাহ করা হয়? তাহারা তো রাজা বাদশাহ তালুকদার নহেন, তাহারা মুখে বলেন, ওয়াএজদের টাকা গ্রহণ করা হারাম, কিন্তু আঞ্জমনে হাক্কানি ও ছের্কুলের নাম লইয়া মেম্বর সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেক মেম্বরের নিকট হইতে এক টাকা চাঁদা লইয়া থাকেন। সেই টাকা হইতে তাহাদের পাথেয় ও তাহাদের পরিজনের খোরপোষ দেওয়া হইয়া থাকে। যদি প্রচারকদিগকে অর্থ গ্রহণ করা হারাম হয়, তবে আজানগাছি প্রচারকেরা হারাম গ্রহণ ও ভক্ষণ করিয়া থাকেন কিনা? যদি তাহারা আঞ্জমানের বেতনভোগী হওয়া অস্বীকার করেন, তবে কোন স্থান হইতে এই অর্থ ব্যয় করা হয়? যে কোন স্থান হইতে ইহা সংগ্রহ করা হউক, উক্ত প্রচারকদল নিজেদের দাবি অনুসারে হারাম গ্রহণ কারি হইবেন কি না?

রদ্দে আজানগাছি

আজানগাছি বলিয়া থাকেন, বিনা পয়সায় দ্বীন ও দুনইয়ার শান্তি হইয়া থাকে, ইহা কেবল শরিয়তের খেলাফ নহে, বরং জ্ঞানবিবেকেরও বিপরীত।

কোরান শরীফে আছে, ছুরা আলে এমরান রুকু ১০—

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ؕ

"তোমরা কখন কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে না যতক্ষণ (না) তোমরা যাহা ভালবাস উহা হইতে ব্যয় কর।"

ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বিনা অর্থব্যয়ে দ্বীনের শান্তি লাভ হইতে পারে না। নামাজের জন্য বস্ত্র পরিধান করা আবশ্যক, ইহার জন্য অর্থের দরকার। রোজার জন্য এফতারের আবশ্যক, এফতারি বস্তুর জন্য অর্থের আবশ্যক জাকাত, ফেৎরা, কোরবাণী, হজ্জ, জেহাদ, মছজেদ ও মাদ্রাছার জন্য অর্থের দরকার। আর পার্থিব কার্য্যগুলির জন্য যে অর্থের দরকার, ইহা কাহারও অবিদিতি নাই। কাজেই বিনা পয়সায় দ্বীন দুনইয়ার শান্তি, ইহা একেবারে বাতীল কথা। তাহাদের প্রচারকগণ রেল, ষ্টিমার ও মটরে গমন করেন, ইহা কি বিনা পয়সায় হইয়া থাকে? তাহারা অন্নহার করিয়া জীবন রক্ষা করেন, ইহা কি বিনা পয়সায় হইয়া থাকে? তাহাদের স্ত্রী পরিজনের ভরণ পোষণ কি বিনা পয়সায় হইয়া থাকে? কয়েকজন আজানগাছি মৌলবি মোদাররেছগিরি করিয়া বেতন লইয়া থাকে, ইহা হারাম হইবে কিনা? বিনা পয়সায় দ্বীন দুনইয়ার শান্তি হইলে, তাঁহারা অর্থ গ্রহণ করেন কেন? কেহ কেহ কর্পোরেশনে চাকুরী করিয়া থাকেন, বিনা পয়সায় দ্বীন দুনইয়ার শান্তি হইলে, ইহা করেন কেন?

তাহারা কোন তরিকার মুরিদ? প্রসিদ্ধ চারি তরিকার শিক্ষা তাঁহার কোন মুরিদের মধ্যে দেখা যায় না, কাজেই তাহাদের পীরের পীরত্ব কিরূপে সপ্রমাণ হইবে? বহুকাল কামেল পীরের নিকট থাকিয়া তরিকত শিক্ষা করিলে,

পীর হওয়া সম্ভব হয়, যদি তাহাদের পীরের এইরূপ পীরত্ব লাভ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার পীরগণের ছেলছেলা কি? যে পরিমাণ জাহেরি এলম শিক্ষা করা পীরের শর্ত্ত, তাহা কি তাঁহার মধ্যে ছিল? যাহার মধ্যে জাহিরি ও বাতেনি এলম না থাকে, তাহাকে কিরূপে পীর বলা যাইবে?

হজরত মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ দেহলবি লিখিয়াছেন, পীর হওয়ার ৫টি শর্ত্ত আছে। প্রথম মেশকাত, তফছির জালালাএন ইত্যাদি পাঠ করা, দ্বিতীয় পীরে কামেলের নিকট বহুজামানা থাকিয়া বাতেনি নুর (তরিকত, মা'রেফাত) শিক্ষা করা তৃতীয় দেশের লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করা। যিনি মেদিনীপুরের মাওলানা আবদুল মা'বুদ সাহেবের ওয়ালেদ মরহুমের নিকট কিছু উর্দ্দু শিক্ষা করতঃ ৫/৬ মাস একটু ছা'দ বোনের পরিভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া পীরি আসনে বসিলেন, তিনি জাহিরি ও বাতেনি এলমের কি শিক্ষা করিলেন? যদি তিনি উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা লাভ করিতেন, তবে শরিয়তের খেলাফ ফৎওয়া দিয়া বহু লোককে গোমরাহ করিতেন না। তিনি কি লোকদিগকে শরিয়তের আদেশ নিষেধ সূচক ওয়াজ শুনাইতে অভ্যস্ত ছিলেন? তিনি কি মুরিদগণকে জেকর, ফেকর শিক্ষা দিতেন? তাঁহার কোন মুরিদ কি তরিকতে পারদর্শি হইয়াছেন? প্রকৃত পীরের নিকট যাহা যাহা শিক্ষা করা হইয়া থাকে, তিনি কিছুতেই তাহা শিক্ষা প্রদান করেন নাই। তাঁহার পাণ্ডা মুরিদেরা এই বলিয়া লোকদিগকে ভুলাইয়া থাকেন যে, আমাদের পীরের নিকট মুরিদ হইলে, দেনাদারের দেনা পরিশোধ হইবে, নিঃসন্তানের সন্তান হইবে, মোকদ্দমাকারির জয়লাভ হইবে, দরিদ্রের দরিদ্রতা বিমোচন হইবে, লোকের প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, এইরূপ প্রলোভন দেখাইয়া বঙ্গের অনেক স্বার্থপরায়ণ অজ্ঞ লোককে তাঁহার হাতে মুরিদ করাইয়া থাকে, কিন্তু সহস্রের মধ্যে ৯৯৯ জনের কিছুই লাভ হয় নাই ইহার ভুরি ভুরি স্পষ্ট প্রমাণ আছে।

তাহাদের বিনা পয়সায় দ্বীন দুনইয়ার শান্তি নামক বিজ্ঞাপন লিখিত আছে, আমাদের মতে আসিয়া এই দরুদ পড়িলে, খোদার দর্শন লাভ হইবে। হজরত মুছা (আঃ) দুনইয়াতে খোদার দর্শন পাইলেন না, বড় বড় পীরের আজীবন জেকর মোরাকাবায় লিপ্ত থাকিয়া খোদার দর্শন লাভ করিতে পারিলেন না। সাধারণ লোকেরা খোদা দর্শন লাভের বাতীল ধারণায় এই মত ধারণ করিতে বাধ্য হয় । ন্যায় ভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, আজানগাছি গ্রামের পীর আফছার উদ্দিন ছাহেব বনাম আজানগাছি পীর একজন দুনইয়াদার আমেল ছিলেন, তিনি দ্বীনদার পীরের কোন শিক্ষা দীক্ষাতে ভূষিত ছিলেন বলিয়া আমরা জানিনা। তিনি এই বে এলমমির জন্য পাথর পূজার প্রচলন করিয়া বহু লোককে মোশরেক করিয়া ফেলিয়াছেন।

আজানগাছি দলের 'হাক্কানি আঞ্জুমান উরূস কুল্' কমিটি হইতে প্রকাশিত সালামতি শান্তি' নামক পুস্তিকার ২য় পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,— 'যদি দুনইয়ার আপদ, বিপদ, বিমারি হইতে মুক্তিলাভ, সুখ ভোগের সহিত জান কবজ ও কবরে রসুলের চেহারা দেখিবার খাহেশ এবং মোকারাবিনের দরজা প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে পীর ফকির ছুফী মুফতী জনাব মাওলানা আজানগাছি ছাহেবের কর্ত্তৃক প্রকাশিত দুই খানি 'অমূল্য রত্ন মোবারকের তওকির (মর্যাদা বজায়) ও বরকত হাছেল করুন।"

উহার ৪ পৃষ্ঠা,—

'উহার এক খণ্ড যাহা হজরত রাছুলে-করিম (দঃ) ক্ষুধার সময় আপন কেসম মোবারকে (পেটে) বাঁধিতেন ও অপর খণ্ড হজরত রসুলে করিম (ছাঃ) এর সম্মুখে আবুজেহেলের হাতে কলেমা শাহাদাত পড়িয়াছিল, এই উভয় প্রকার মোবারক নিয়ামতের এক টুকরা অছিয়াতান ও আমানাতান বাতেনী তরিকায়ও পীরি ছেলছেলায় জনাব হুজুর কেবলা সাহেব প্রাপ্ত

হইয়া উক্ত উভয় প্রকার মোবারক নেয়ামতকে অমূল্য রত্ন মোবারক নামে মশহুর করিয়াছেন।" তাঁহাদের রচিত নামে ইংরাজি পুস্তিকার ৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

"অমূল্য রত্ন মোবারক জেয়ারত করিলে, অবর্ণনীয় শান্তি পাওয়া যায়, এমন কি উহা খোদার আরশ পর্য্যন্ত পৌঁছিইয়া দিবে।" ইহা ব্যতীত দীর্ঘায়ু হওয়া সর্ব্বকর্ম্মে সিদ্ধি, স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি ও রোগ মুক্ত হওয়ার কথা ও উহাতে লিখিত আছে।

আরও সালামতি শান্তির ৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

"উক্ত উভয় প্রকার অমূল্য রত্ন মোবারকের অর্দ্ধ অর্দ্ধ পরিমাণ দুইটি টুকরো সকল প্রকার দুর্ঘটনা হইতে নিরাপদ করিবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য স্থানে চিরস্থায়ী হেফাজত করিবার জন্য আন্দাজ ছয় মন একটু লম্বা চৌকোনা একখণ্ড জমাট মাটির মধ্যে হুজুর কেবলা সাহেব নিজ হস্তে বিশেষ সাবধানতার সহিত আমানত স্থাপন করিয়া কলকাতা শহরে হাক্কানি আঞ্জমনকে সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

এই অমূল্য রত্ন মোবরকে তওকির মর্য্যাদা পালন করিলে, নাকেছ ঈমানদারগণ সম্পূর্ণ কামেল খাঁটি ইমানদার হইবেন ও কামেল হকিকি (খাঁটি) ইমানদার মহোদয়গণের ইমানের জ্যোতি অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।"

আরও উহাতে লিখিত আছে— প্রত্যেক বাংলা মাসের কোন কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখে "সমাগত সকল লোককেই উক্ত অমূল্য রত্ন মোবরকের তওকির ও মর্য্যাদা পালন সর্ব্বসাধারণকে আম ফায়দা (ইহা ও পরকালের) শান্তি ও বরকত হাছেল করিবার জন্য বাক্সের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেখান হইয়া থাকে।"

আমাদের উত্তর

মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবি ছাহেব মজমুয়া ফাতাওয়ার ১/২৭৮—২৮১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"দ্বিতীয় কথা এই যে, ইহার উপর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক যে, তা'জিম তওকির ও বরকত নবি (ছাঃ) এর পরিত্যক্ত বস্তুর জন্য প্রমাণিত হইয়াছে, উহা তাঁহার পরিত্যক্ত বস্তুর সহিত খাস হইবে। হজরত (ছাঃ) এর পরিত্যক্ত বস্তুর সহিত যে ব্যবহার করা খাস হইয়াছে, উহা অন্য লোকের পরিত্যক্ত বস্তুর সহিত করা হারাম। এই হেতু ইহা অতীব আবশ্যক যে, যখন কোন খাস জুব্বা (চোগা), খাস পোষাক এবং খাস চুল সম্বন্ধে এই দাবি করা হয় যে, এইগুলি হজরত নবি (ছাঃ) এর পরিত্যক্ত জিনিষ, তখন প্রথমে এই বিষয়ের নিশ্চিত জ্ঞান অর্জ্জন করা আবশ্যক যে, এই বস্তুগুলি কি প্রকৃত পক্ষে হজরত (ছাঃ) এর পরিত্যক্ত জিনিষ কিম্বা অন্য লোকের পরিত্যক্ত জিনিষ যাহা কোন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া হজরত নবি (ছাঃ) এর জিনিষ বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে। উদ্দেশ্য এই যে, এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান অর্জ্জন করিলে, অন্যের পরিত্যক্ত বস্তুর সহিত হজরত (ছাঃ) এর পরিত্যক্ত বস্তুর তুল্য ব্যবহার করার সুযোগ ঘটিবে না। এইরূপ বিষয়গুলি সম্বন্ধে এই প্রকার নিশ্চিত জ্ঞান অর্জ্জন করিতে ইহা ব্যতীত অন্য পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব নহে যাহা আমাদের হাদিছ তত্ত্ববিদগণ হাদিছের রেওয়াএত সম্বন্ধে অবলম্বন করিয়াছেন কেননা নবি (ছাঃ) এর পরিত্যক্ত বিষয়গুলি সপ্রমাণ করাও নবি (ছাঃ) এর হাদিছ, আর নবি (ছাঃ) এর হাদিছে এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। আরও ইহা অতি প্রকাশ্য কথা যে, যখন এই পরিত্যক্ত বিষয়গুলি প্রমাণ এই রেওয়াএতের নিয়মের উপর নির্ভর করিতেছে, তখন উহার সত্য অসত্য হওয়া ছনদে সত্য অসত্য হওয়ার উপর নির্ভর করিবে। আর যে স্থলে উহার কোন দুর্বল ছনদের কোন দুর্ব্বল ছনদ ও পাওয়া না যায় তথায় কেবল কয়েকজন অজ্ঞ লোকের

লেখাতে কিরূপে উহার সপ্রমাণ হইবে? মূল কথা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, হজরত (ছাঃ) এর পরিত্যক্ত বস্তুগুলির তা'জিম তওকির করা ইমানের চিহ্ন, ইহা ছহিহ ছহিহ হাদিছ হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে, কিন্তু হাদিছ সমূহ দ্বারা যে যেরূপ ত'াজিম তওকির করা সপ্রমাণ হইয়াছে, তৎসমস্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। আর এই তাজিম তওকির ঐ সময় ছহি হইবে— যে সময় হজরত (ছাঃ) এর পাক জাতের দিকে উক্ত পরিত্যক্ত ও তাবার্রোকের বস্তুগুলির নেছবত করা ছহিহ হওয়ার প্রতি নির্ভর করে। এক্ষণে যে পরিত্যক্ত বস্তুগুলির ছহিহ রেওয়াএত দ্বারা সপ্রমাণ হয়, বিনা সন্দেহে তৎসমস্তের তা'জিম ও তওকির, ছাহাবাগণের নিয়ম অনুসারে করা কর্ত্তব্য এবং তৎসমস্তের দ্বারা বরকত হাছিল করা নিঃসন্দেহে জায়েজ। আর যে সমস্ত বস্তু হজরত নবি (ছাঃ) এর পরিয্যিতক্ত বস্তু বলিয়া ছহিহ রেওয়াএত সপ্রমাণ হয় নাই, বিনা তদন্ত নিশ্চিত জ্ঞান অর্জ্জনে তৎসমস্তের সহিত হজরতের পরিত্যক্ত বস্তুগুলির তুল্য ব্যবহার করা ছনদহীন কথাকে হাদিছ বলা এবং উহার উপর আমল করার তুল্য হইবে, যাহার সম্বন্ধে কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। হজরত এবনো আব্বাছ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হইতে এই হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, তোমরা যাহা জান তাহা ব্যতীত আমার নামীয় হাদিছ বর্ণনা করিতে পরহেজ কর, কেননা যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে আমার উপর অসত্যরোপ করে, সে যেন নিজের বাস্থান দোজখ স্থির করিয়া লয়।" তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। কাজেই প্রত্যেক মুছলমানের পক্ষে ওয়াজেব হইবে যে, যতক্ষণ সে ইহা অবগত হইতে পারে যে, যে বস্তু নেছবত নবি (ছাঃ) এর দিকে করা হইতেছে উক্ত নেছবত ছহিহ ততক্ষণ উহা রেওয়াএত করিবে না। আর যখন উহা রেওয়াএত করা জায়েজ হইল না, তখন উহার উপর আমল করা নাজায়েজ হওয়া অধিক যুক্তি যুক্ত হইবে। যাহারা নবি (ছাঃ) এর কেশ মোবরকের জিয়ারত প্রশ্নোল্লিখিত নিয়মে করিয়া থাকে। তাহারা বেদয়াত ও অভিনব মত সাহেব অনুসরণ করিয়া থাকে। উহা ঐ সময় মোস্তাহাব হওয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে।

যে সময়ে ভালরূপে সপ্রমাণ হয় যে, ইহা প্রকৃত পক্ষে নবি (ছাঃ) এর মোবারক কেশ আর যদি ইহা সপ্রমাণ না হয়, তবে বরকত লাভ উদ্দেশ্যে এইরূপ মজলিশে উপস্থিত হওয়া জায়েজ হইবে না।”

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, যেরূপ কেহ অমুক কথা হাদিছ বলিল, উক্ত হাদিছের শিক্ষকগণের ধারাবাহিক নামগুলি হজরত নবি (ছাঃ) পর্য্যন্ত উল্লেখ করা জরুরী, সেইরূপ যদি কেহ বলে ইহা হজরতের জুব্বা, পোশাক, সেই কেশ পেটে বাঁধা পাথর কিম্বা তাঁহার নবুয়ত সূচক পাথর তবে উক্ত বস্তুগুলির আধিকারিগণের ধারাবাহিক নামগুলি প্রকাশ করা জরুরী, এইরূপ নামগুলির তালিকাকে ছনদ বলা হয়। বিনা ছনদে এইরূপ বস্তুগুলিকে হজরতের দিকে নেছবত করা হারাম, হজরত স্বয়ং বলিয়াছেন, এইরূপ মিথ্যা নেছবতকারির পক্ষে দোজখ ওয়াজেব হইবে। যতক্ষণ আজানগাছিদল উক্ত দুই খণ্ড পাথর যে হজরতের পেটে বাঁধা পাথর কিম্বা তাঁহার নবুয়ত সূচক পাথর ইহা ধারাবাহিক ছনদ হজরত নবি (ছাঃ) পর্য্যন্ত কোন হাদিছের কেতাব হইতে পেশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ উহা বাতীল দাবি ও জাল পাথর বলিয়া গণ্য হইবে। উহার জিয়ারত করিতে যাওয়া এবং উহার বরকত হাছেল করা হারাম হইবে। আজানগাছি দলকে ইহার ছনদ পেশ করিতে চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহার কোন ছনদ পেশ করিতে পারিলেন না। কেবল তাঁহারা বলেন, ইহা বাতেনী ভাবে আমাদের পীর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তদুত্তরে আমরা বলিব, যে সমস্ত শিয়া, খারেজি ইত্যাদি জালছাজ লোকেরা বহু সহস্র জাল হাদিছ প্রচার করিয়া জনসমাজে বিভ্রাট ঘটাইয়াছিল এবং প্রাচীন মোহাদ্দেছগণ অতিশয় চেষ্টাচরিত্র ও সাধ্য সাধনা করিয়া তাহাদের সেই জালরাশি, ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই জলাছাজ দল যদি বলে, আমরা বাতেনী ভাবে এই হাদিছগুলি হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, তবে আজানগাছি দল ইহার সদুত্তর কি দিবেন? সেই জাল হাদিছগুলিকে তাঁহারা

ছহিহ হাদিছ বলিয়া মান্য করিয়া লইবেন কি? কতজালছাজেরা কতগুলি পাথরকে 'কদমরাছুল' বলিয়া পয়সা উপার্জ্জন করার পন্থা করিয়া লইয়াছে। তাহাদের জালছাজি প্রমাণ করার কোন নিদর্শন আজানগাছি দলের নিকট আছে কি?

শরিয়ত বিরোধী ফকিরেরা কত কিছু আবল-তাবল কথাকে আসল ফকিরি ও বাতেনি ভাবে হজরত কিম্বা পীরগণের নিকট হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার দাবি করিয়া থাকে, তাহাদের অসারতার কোন প্রমাণ আজানগাছি দলের নিকট আছে কি?

তৎপরে পৌত্তলিকেরা কতকগুলি পাথরের দর্শন লাভ ও বরকত লাভ উদ্দেশ্যে তীর্থ স্থানগুলিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে, তাহাদের পাথর পূজা ও আজানগাছি দলের পাথর দর্শন, চুম্বন ও সম্মান করার মধ্যে প্রভেদ কি আছে? জুয়াচোরের দলেরা কতকগুলি পাথর লইয়া হজরতের স্পর্শ করা পাথর, মক্কা মদিনা, বাগদাদের অমূক অমূক ব্যক্তির নিকট হইতে আনয়ন করার দাবি করিয়া যদি এইরূপ পাথর পূজার নিয়ম প্রবর্ত্তন করে, তবে আজানগাছিদল তাহাদের পাথর পূজা হালাল বলিবেন কি?

নবি (ছাঃ)-এর পেটে পাথর বাঁধার কথা যদি সত্য হয়, তবে সেই পাথর হজরত আবুবকর, ওমার, ওছমান আলি বা ছাহাবাগণ, তাবেয়িগণ তা'বা-তাবেয়িগণ, খলিফাগণ রুমের সুলতানগণ, কোন পীর, অলি, গওছ, কোতব, নজিব নকির, আওতাদ, ওমেদ, আবদাল পাইলেন না, কেবল আজানগাছি পীর পাইলেন, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা। হজরত বড় পীর ছাহেব পীর মইনদ্দিন চিস্তি, পীর খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দী ও পীর আহমদ ছারহান্দী প্রভৃতি কেন বাতেনী এলম জানিতেন না। তফছির হাদিছ, ফেক্কহ আকায়েদ, চরিত পুস্তক ও ইতিহাসে হজরতের পেটে বাঁধা পাথর সুরক্ষিত থাকার ও বাতেনী তরিকাতে কাহার নিকট পৌছিবার প্রসঙ্গটুকু আছে কি?

আবুজেহেলের হস্তে কয়েক খণ্ড কঙ্কর তছবিহ পড়িয়াছিল, ইহা যদি সত্য হয়, তবে বলি, আবু জেহেল রাগান্বিত হইয়া উক্ত কঙ্করগুলি

কঙ্করবাশির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল উক্ত কঙ্করগুলি হজরত নবি (ছাঃ) কিম্বা দর্শকেরা বাছিয়া লইয়াছিলেন কি? ইহার কোন প্রমাণ দুনইয়ার কেতাবে আছে কি? কোন খলিফা, বাদশাহ কিম্বা পীর অলির নিকট উক্ত কঙ্করগুলি থাকার প্রমাণ আছে কি? পাথর কলেমা-তছবিহ পড়িলে, উহা যদি বরকতের জিনিষ হয় তবে বলি, কোরানে আছে,—

ছুরা বণি ইস্রাইল ৫ রুকু—

وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِیْحَهُمْ ط

ইহাতে বুঝা যায় যে, বৃক্ষ মৃত্তিকা, পাথর, শাক—সব্জি মৎস্য কুম্ভুর ইত্যাদি জলজন্তু পক্ষী পানি অগ্নি দুনইয়ার যাবতীয় জিনিস আল্লাহতায়ালার তছবিহ পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে কি পৌত্তলিকদিগের ন্যায় সমস্ত জিনিসের বরকত লাভের জন্য জিয়ারত চুম্বন ও তওকির তাজিম করিতে হইবে?

মক্কা ও মদিনা মৃত্তিকা ও প্রস্তর রাশির উপর হজরত নবি (ছাঃ) সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন, কাজেই তাঁহার স্পর্শ করা মৃত্তিকা ও পাথর রাশি লইয়া কি সিমেন্ট করিয়া পূজার নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

তৎপরে একখানা পাথরের তওকির করিলে নাকেছ ইমানদার কামেল ইমানদার হইবে, কামেল ইমানদার ইমানের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হইবে, ইহা কোরান, হাদিছ, তফছির, ফেকহ ইত্যাদিতে আছে কি? হজরতের চুম্বন ও স্পর্শ করা হাজারে-আছওয়াদ ও মাকামে এবরাহিম এই পাথরদ্বয়ের তওকির আবু জেহল আবু লাহাব, ওৎবা অলিদ প্রভৃতি কোরাএশ কাফেরগণ করিতঃ কিন্তু তাহারা কামেল ইমানদার হওয়া দূরের কথা, নাকেছ ইমানদার ও হইয়াছিল না। কাফেরেরা প্রস্থর নির্ম্মিত কা'বাগৃহের সম্মান করিত, কিন্তু ইহাতে কি তাহাদের অন্তরে ইমানের জ্যোতিঃ প্রজ্জলিত হইয়াছিল? হাদিছ শরিফে আছে,—

"হাজারে আছওয়াদ নামীয় প্রস্তর খানা বেহেশত হইতে নাজেল হইয়াছিল"।

হজরত ওমার (রাঃ) উহা চুম্বন করা কালে বলিয়াছিলেন,—

يقو انى لا علم انک حجر لا تنفع و لا تضر و لو لا انى

رايت رسول الله صلعم يقبل ما قباتک ☆

"হজরত ওমার বলিতেছিলেন, আমি জানি যে, তুমি একখানা প্রস্তর, তুমি হিত অহিত করিতে পার না, ইহা যদি না হইত যে, আমি রছুলুল্লাহ (সাঃ) কে চুম্বন করিতে দেখিতাম, তবে আমি তোমাকে চুম্বন করিতাম না। ইহা বোখারি ও মোছলেম বর্ণনা করিয়াছেন।"

মেশকাত ২২৮ পৃষ্ঠা-

তিরমিজি ১।১১১ পৃঃ ও নাছায়ি ৪১৩ পৃঃ-

انما قال و انک لا تنفع لئلا يغتر بعض قريب عهد

بالاسلام الذين قد الفوا عبادة الاحجار و تعظيمها و رجاء نفعها

و خوف الضرر بالتقصير فى تعظيمها و كان العهد قريبا بذلک

فخاف عمر رض ☆

"(হজরত) ওমার (রাঃ) যে (হাজারে আছওয়াদকে লক্ষ্য করিয়া) বলিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় তুমি অপকার উপকার করিতে পার না, উদ্দেশ্য এই যে, এরূপ কতক লোক নূতন ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিল যে, তাহারা প্রস্তর রাশির পূজা ও সম্মান করিতে, তৎসমূদয়ের উপকার লাভের আশা করিতে ও তৎসমূদয়ের সম্মানে ত্রুটি করিলে ক্ষতির আশঙ্কা করিতে অভ্যস্ত ছিল এবং তাহাদের এই অভ্যাস অতি অল্প দিবস অতিবাহিত হইয়াছিল,

যেন (হাজারে আছওয়াদ চুম্বন করাতে) তাহারা প্রতারিত না হয়, এই ভয়ে (হজরত) ওমার (রাঃ) উহা বলিয়াছিলেন?

আরও নাছায়ি শরিফে আছে,—

ان الغرض الاتباع لا تعظيم الحجر كما كان عليه عبدة

الاوثان فالمطلوب تعظيم امر الرب و اتباع نبيه صلعم ☆

"(হাজারে-আছাওয়াদ চুম্বনের) উদ্দেশ্যে শরিয়তের প্রবর্ত্তকের আদেশ পালন করা, উহার উদ্দেশ্য প্রস্তরে তা'জিম তওকির করা নহে—যেরূপ পৌত্তলিকগণ মত ধারণ করিয়া থাকে। মূল উদ্দেশ্য প্রতিপালকের (খোদার) আদেশের সম্মান করা ও তাঁহার নবি (ছাঃ) এর অনুসরণ করা।"

মওজুয়াতে কবিরে মোল্লা আলী কারী, ৩৭ পৃষ্ঠা,—

لو حسن احدكم ظنه بحجر لنفعة الله به قال هو من كلام

عباد الاصنام الذين يحسنون ظنه بالاحجار ☆

যদি তোমাদের কেহ কোন পাথরের উপর ভক্তি করে, তবে আল্লাহ তদ্দ্বারা তাহার উপকার করিবেন।— মোল্লা আলী কারী বলিয়াছেন, ইহা উক্ত প্রতিমা পূজকদিগের কথা—যাহারা পাথরগুলি ভক্তি করিয়া থাকে।"

উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হইল যে, কোন পাথরের তা'জিম ও তওকির করিলে, তদ্দ্বারা বরকত লাভ হওয়া পৌত্তলিকদিগের আকিদা। যদি ইহা শেরক কোফর না হয়, তবে পৌত্তলিকগণ কেন মোশরেক কাফের হইবে?

আজানগাছি দলের 'সালামতি শান্তি' পুস্তিকার ৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—অমূল্য রত্ন মোবারকের সঙ্গে কিছু লবঙ্গ রাখা হয়, তাহাতে অমূল্য রত্ন মোবারকের রুহানিয়াত ও নুরানিয়াতের আভাষ অর্থাৎ রুহি সংশ্রবে

এক অপূর্ব্ব দৈবশক্তি সম্পন্ন তাছির ও বরকত উদ্ভব হয়। তৎপরে ইহার নাম 'মোবারক লবঙ্গ' হয় এবং ইহা শুকিতে থাকিলে, অতি সত্বরই এক হাজার কেছমের বালা মছিবত, আপদ-বিপদ ব্যারাম ও জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ হয়।

পাঠকগণ কতকগুলি লবঙ্গ পাথর স্পর্শ করিয়া সহস্র বিপদ দূর করিবে, ইহাতে বিপদ উদ্ধার করার ক্ষমতা থাকার ধারণা শেরক নহে ত কি? পৌত্তলিকগণ ও এইরূপ ধারণা করিয়া থাকে। তাহারাও প্রস্তুর নির্ম্মিত প্রতিমার নিকট ফুল চন্দন কলা ইত্যাদি স্থাপন করিয়া বিপদ মোচনের বিশ্বাস করিয়া থাকে। এক্ষণে উভয় মতের মধ্যে প্রভেদ কি হইল?

এইরূপ সালামতি শান্তি পুস্তিকার ১৪/১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,— "'হাক্কানি' দরুদ পড়িলে, আল্লাহ্ পাকের দিদার হাছেল হইয়া থাকে।' ইহাও বাতীল অকিদা, দুনইয়াতে হজরত মুছা (আঃ) খোদার দিদার লাভ করিতে পারিলেন না, আর যে সে লোক খোদার দিদার লাভ করিবে, ইহা বাতীল কথা।

এমাম নাবাবি ছহিহ্ মোছলেমের টিকার ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

الجمهوار من السلف و الخلف من المتكلمين و غيرهم

انها لا تقع فى الدنيا ☆

"প্রাচীন ও পরবর্ত্তী প্রায় সমস্ত আকায়েদ তত্ত্ববিদ ও অন্যান্য আলেমগণ বলিয়াছেন যে, দুনইয়াতে আল্লাহতায়ালার সাক্ষাৎ লাভ হইতে পারে না।" আজানগাছি দলের অন্যান্য অনেক বাতীল মত আছে—যাহা বারান্তরে প্রকাশ করার বাসনা থাকিল।

সমাপ্ত

কেতাব পাইবার ঠিকানা

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

মাজেদিয়া লাইব্রেরী

সাং- মাওলানাবাগ ✪ পোঃ- বশিরহাট ✪ জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা।

মোবাইল- ৯৪৩৪৩০০৯৫৭ / ৯০০২৩৩৫২৫৮

এশিয়া মহাদেশের অন্যতম নক্ষত্র নায়েবে নবী, সামসুল ওলামা, ইমামুল মুছান্নিফিন, সুলতানুল ওয়ায়েজীন, ফখরুল মোহাদ্দেছিন, শায়েখে তরিকত, মুহিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বেদয়াত, মুবাহিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, ওলিয়ে কামিল, শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ)-এর ওফাৎ স্মরণে—

বশিরহাট মাওলানাবাগে

মহান ঈছালে ছওয়াব মাহ্‌ফিল

প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নির্দ্ধারিত তারিখ- ১৩/১৪/১৫ই ফাল্গুন

আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি

পথ নির্দেশ

বাসযোগে ঃ কলকাতা ধর্মতলা হইতে বশিরহাট, টাকী, হাসনাবাদ, ডিলাক্স বাস যোগে এবং শ্যামবাজার হইতে ডি. এন. ১৮ বাস যোগে বশিরহাট নামিয়া পীর ছাহেবের বাড়ী (শোনপুকুর ধার)। ট্রেনযোগে- শিয়ালদাহ হইতে হাসনাবাদগামী ট্রেনে ভ্যাবলা হল্ট ও বশিরহাট ষ্টেশনে নামিয়া হুজুরের বাড়ী।